পাপ ক্ষমা করার ঐশ্বরিক ক্ষমতা

(Divine Power to Forgive Sins)

লূক লিখিত সুসমাচার ৫ অধ্যায় ১৭-২৬ পদ

আজ আমরা আবার লূক লিখিত সুসমাচার থেকে শিখব। লূকের বর্ণনা থেকে এর আগে আমরা যীশুর ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছি। নাসরতের সমাজগৃহে নিজেকে প্রতিজ্ঞাত মশীহ হিসাবে ঘোষণা করার পর, একের পর এক সেই ঘোষণার সত্যতার পক্ষে যীশু তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। ৪ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, যীশু কফরনাহূমের সমাজগৃহে ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করেছেন, পিতরের শাশুড়ীকে ভারী জ্বর থেকে সুস্থ করেছেন, এবং সেই নগরের বিস্তর রোগিকে ও ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করেছেন। আবার, ৫ অধ্যায়ে আমরা প্রকৃতির উপরও যীশুর ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে দেখেছি, যখন তিনি গালীল সাগরের মাছের ঝাঁককে এক জায়গায় জড়ো করেছেন (৫:১-১১), এবং কুষ্ঠরোগে রোগাক্রান্ত স্পর্শ করে সুস্থ করেছেন (৫:১২-১৬)। আজ আমরা তাঁর আরও একটি ক্ষমতা দেখতে চলেছি, আর তা হল, তিনি পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতারও অধিকারী– একমাত্র ঈশ্বর যে ক্ষমতার অধিকারী।

১। ঘটনার প্রেক্ষাপট (১৭ পদ): ১৭ পদে বলা হয়েছে, *"আর এক দিন তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন, এবং <u>ফরীশীরা ও ব্যবস্থার গুরুরা</u> কাছে বসেছিল; তারা গালীল ও যিহূদিয়ার সমস্ত গ্রাম এবং জেরুশালেম থেকে এসেছিল; আর প্রভুর শক্তি উপস্থিত ছিল, যেন তিনি সুস্থ করেন।"* ১২ পদের ন্যায় এখানেও এই ঘটনা কোথায় ও কবে ঘটেছিল, সে বিষয়ে লূক অনির্দিষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু মার্ক ২:১-১২ পদে মার্ক একই ঘটনার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঘটনাটি কফরনাহূমে ঘটেছিল। হতে পারে, লূক ৪:৩৮ পদে, পিতরের বাড়ীতে যে নানা রোগি রোগিদের সুস্থ করার কথা বলা হয়েছিল, যখন পিতরের বাড়ী বিস্তর লোকে পূর্ণ হয়েছিল (মার্ক ২:২, লূক ৫:১৭) তখন এই ঘটনাটিও ঘটেছিল। নিঃসন্দেহে যীশুর শিষ্যরা ও বন্ধুরা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল, সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য যাদের মধ্যে খাঁটি আগ্রহ ছিল। আবার, কেবল তাঁর কথা ও কাজের সাক্ষী হবার কৌতুহল থেকেও অনেকে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু লূক তাঁর বর্ণনায় আমাদের দৃষ্টিকে এক দল লোকের প্রতি আকর্ষিত করেছে, আর তারা হল, ***ফরীশী ও ব্যবস্থার গুরুরা***। লূকের সুসমাচারে এখানেই ফরীশীদের বিষয় প্রথম উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। তারা ছিল তুলনামূলকভাবে সেই ছোট দল, যারা নিজেদেরকে আনুষ্ঠানিক অশুচিতা থেকে, পরজাতিদের থেকে, এবং পাপী ও করগ্রাহীদের থেকে পৃথকীকৃত করেছিল। যোহন ৭:৪৯ পদ অনুসারে, তারা উদাসীন ইহুদি জনতাকে এই ভাবে বর্ণনা করত, *"যারা ব্যবস্থা/বিধান জানে না।"* ফরীশীদের সঙ্গে সেখানে ***ব্যবস্থার গুরুদের*** উপস্থিতির কথাও বলা হয়েছে। এই কথার দ্বারা তাদের ধর্মীয় অধ্যাপকদের *(scribes)* নির্দেশ করা হয়েছে (২১ পদ)। এরা মোশির ব্যবস্থা শিক্ষা করত, ব্যাখ্যা করত এবং অন্যদের কাছে তা তুলে ধরত। অবশ্য, শাস্ত্রের সঠিক শিক্ষা ব্যাখ্যা করা নয়, তারা তাদের পরম্পরা থেকেই ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করত (মথি ১৫:১-৬)।

আসলে, যে উত্তম চিন্তা থেকে ফরীশী ও অধ্যাপকদের দল তৈরী হয়েছিল, তা হল, '**আমরা চাই লোকেরা যেন বাইবেলের প্রতি বাধ্য হয়।**' যদিও এমন উত্তম চিন্তা থেকে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল, তারা সেই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে যে পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছিল, তা ছিল ভুল। তারা যীশুর কাজের প্রতি দৃষ্টি দেবার পরিবর্তে নিজেদের কাজের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিল। তারা যীশুর নিখুঁত জীবনকে দেখার পরিবর্তে, নিজেদের নিখুঁত করতে চেয়েছিল। তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ কামনা করার পরিবর্তে নিজেদের কাজকে উচ্চীকৃত করেছিল। এর দ্বারা তারা নিজেদের ধর্মীয় করে তুলেছিল। তারা যে কতখানি ধর্মীয়, তা প্রদর্শন করতে, তাদের অধ্যাপকরা মাথা খাটিয়ে তাদের পরম্পরা থেকে বিস্তর বিধান তৈরী করেছিল। আর ফরীশীদের দায়িত্ব ছিল সেই সমস্ত বিধানকে বাস্তবায়িত করা। তাই, লূকের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সুসমাচারে আমরা ফরীশী ও অধ্যাপকদের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হতে দেখতে পাই (৫:২১, ৩০; ৬:৭; ১১:৫৩; ১৫:২)। আবার কয়েকটি স্থানে প্রধান যাজকদের সঙ্গেও অধাপকদের নামকে যুক্ত করা হয়েছে (৯:২২; ১৯:৪৭; ২০:১, ১৯; ২২:২, ৬৬; ২৩:১০)। তাদের ধর্মীয় শিক্ষার বিপরীতে যীশু যখন লোকদের ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যতিক্রমী শিক্ষা দিতে শুরু করেছেন, তখন তারা যীশুর শিক্ষার ভুল ধরতে শুরু করেছে। কারণ তারা উপলব্ধি করেছে যে, যীশু কখনও তাদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না। অতএব, যীশুর ভুল ধরে, যীশুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তারা নিজেদেরকে যীশুর চিরশত্রু জ্ঞান করেছে। এর কারণ তাদের গর্ব, অপ্রেম, কপটতা, ও পদ্ধতি-নির্ভরতা।

এই সময় যীশুও ইহুদিদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন, আর তাই সবাই তাঁর কথা শুনতে তাঁর কাছে জড়ো হয়েছে। এই সময় কফরনাহূমের একটি বাড়ীতে (পিতরের বাড়ী?) যীশু সেই সমস্ত লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। সেই বাড়ীতে যীশুর শিক্ষার ভুল ধরতে সেই সমস্ত ফরীশী ও অধ্যাপকদের অনেকে সেদিনও সেখানে বর্তমান। কিন্তু তারা যখন যীশুর ভুল ধরতে তাদের শিক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও ডিগ্রি নিয়ে সেখানে উপস্থিত; বাক্য বলছে, যীশুও সেখানে আছেন, আর তাঁর সঙ্গে আছে ***প্রভুর শক্তি যেন তিনি সুস্থ করেন।*** যীশুর উপদেশ কেবল তাদের ধর্মীয় নেতাদের থেকে পৃথক নয় (মথি ৭:২৯), তাঁর ক্ষমতাও তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অর্থাৎ, একদিকে ফরীশী ও অধ্যাপকরা যখন ধ্বংস করার ইচ্ছায় সেখানে উপস্থিত; তখন লোকদের সুস্থ করার জন্য প্রভুর ক্ষমতা, তথা ঈশ্বরের ক্ষমতাসহ যীশু সেখানে উপস্থিত।

২। ঘটনার বর্ণনা (১৮-২০ পদ): যীশু যে অনেক লোককে সুস্থ করেছেন, এই কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই কথা শুনে একজন পক্ষাঘাতে অসুস্থ ব্যক্তির বন্ধুদের মনে এই ইচ্ছা হয়েছে যে, তারা তাদের সেই অসুস্থ বন্ধুকে যীশুর কাছে নিয়ে আসবে। সে নিজে নিজে যীশুর কাছে আসতে শারীরিকভাবে অক্ষম, তার অন্যদের সাহায্য প্রয়োজন। ১৮ পদে বলা হয়েছে, ***"আর দেখ, কয়েকজন লোক একজনকে খাটে করে আনল, সে পক্ষাঘাতী, তারা তাকে ভিতরে এনে যীশুর সামনে রাখতে চেষ্টা করল।"*** এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, ঈশ্বর তাদের মনে তাদের অসুস্থ বন্ধুর জন্য দয়া দিয়েছেন। তারা তাদের অসুস্থ বন্ধুকে যীশুর সামনে উপস্থিত করতে মরীয়া। কিন্তু তাদের সেই ইচ্ছা চরিতার্থ করতে তারা একটি বাধার সম্মুখীন হয়েছে, আর তা হল, লোকদের ভিড়, ***"কিন্তু ভিড়ের কারণে তারা তাকে ভিতরে আনার পথ পেল না"*** (১৯ক)। যীশুর ভুল ধরতে যে সমস্ত ফরীশী ও অধ্যাপকরা ভিড় করেছে, তারা এই অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পথ করে দিতে নারাজ। সেই সমস্ত ধর্মীয় ব্যক্তিরাই যীশুর কাছে তাদের আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকদের যীশুর কাছে আসার পথে বিশ্বাসী আমরা কি বাধা হয়েছি?

কিন্তু সেই অসুস্থ ব্যক্তির বন্ধুরা তাদের এই বাধার কাছে হেরে যেতে রাজি নয়। আর তাই তারা তাদের উপস্থিত বুদ্ধিকে ব্যবহার করে তাদের বন্ধুকে যীশুর সামনে আনার ব্যবস্থা করল। ১৯ পদে বলা হয়েছে, তারা ***". . . ঘরের ছাদে উঠল, এবং টালির মধ্য দিয়ে খাটসহ তাকে মাঝখানে যীশুর সামনে নামিয়ে দিল।"*** ধরা যেতে পারে সেই বাড়ীর ছাদে ওঠার জন্য ঘরের বাইরে একটি সিঁড়ি ছিল, তার সাহায্যে তারা সেই ঘরের ছাদে উঠল এবং যীশু যেখানে ছিলেন, ঠিক তার উপরে তাদের জায়গা নিল। এই সময়কার সেই স্থানের ঘরগুলির ছাদ ছিল সাধারণত সমতল। আর সেগুলি তৈরী হত আড়াআড়ি গাছের ডাল দিয়ে, এবং তার উপর খড় মিশ্রিত কাদা-মাটির মোটা প্রলেপ দিয়ে। এই ধরণের কাদা-মাটির স্ল্যাবকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যেত। সেই স্ল্যাব বা টালি সরিয়ে খাটের সঙ্গে দড়ি বেঁধে তারা তাদের বন্ধুকে যীশুর সামনে নামিয়ে দিল।

তাদের এই আচরণ থেকে যে সত্য আমরা উপলব্ধি করি, তা হল, তাদের অসুস্থ বন্ধুকে যীশুর কাছে আনতে তারা মরীয়া ছিল। আজ আমাদের কাছে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, আমরা আমাদের বন্ধুদের যীশুর কাছে আনতে কতখানি আগ্রহী? এখন, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকেই জানি যে, আমাদের অবিশ্বাসী বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন, প্রত্যেকের সঙ্গে যীশুর সাক্ষাৎ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বাস্তবায়িত করতে আমরা নিজেরা কতখানি আগ্রহী? আমরা কি তাদের মণ্ডলীতে আসতে আমন্ত্রণ জানাই? আমরা কি তাদের বাইবেল উপহার দিই? অনেকে হয়ত এমন কথা বলব, *'আমি তাদের আসতে বলেছি, কিন্তু তারা আসে না, আমি কী করব?'* প্রশ্ন হল, আমরা তাদেরকে যীশুর কাছে নিয়ে আসতে কী করতে আগ্রহী? তাদের যীশুর কাছে আনার পথে সর্বদা বিভিন্ন বাধা থাকবে, কিন্তু তা দেখে থমকে গেলে চলবে না। সেদিন সেই পক্ষাঘাতীর বন্ধুদের আগ্রহকে বাধা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সেদিন তাদের অসুস্থ বন্ধুকে যীশুর সামনে নামিয়ে দিয়ে, তারা ছাদের উপর থেকে যীশুকে কিছু বলেছিল কি না, তা আমরা জানি না। সেই অসুস্থ ব্যক্তিও যীশুকে কিছু বলতে পেরেছিল কি না, তাও আমরা জানি না। কিন্তু মুখে কিছু না বললেও, তাদের আচরণের দ্বারা যীশুর প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। আর সেটাই ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যীশুর চোখও তাদের সেই বিশ্বাসকে দেখতে পেয়েছে, ২০ পদে বলা হয়েছে, ***"তাদের বিশ্বাস দেখে তিনি (যীশু) বললেন, হে মনুষ্য, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হল।"*** বাক্য বলছে, ***তাদের বিশ্বাস দেখে*** যীশু এই কথা বলেছিলেন। এখন, যীশুর এই কথাকে ভিত্তি করে আমরা যেন কখনও এমন কথা না বলি যে, আমাদের সমস্ত ব্যাধি বা শারীরিক অসুস্থতার পেছনে সর্বদা নির্দিষ্ট পাপকে নির্দেশ করা সম্ভব। না, তা কখনও সত্য নয়। লূক ১৩:১-৫ কিংবা যোহন ৯:১-৩ পদে এই চিন্তার বিরুদ্ধে যীশু আমাদের স্পষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন (আরও ইয়োব ৪:৭; ২২:৫-১০)। কিন্তু এর অর্থ এ-ও নয় যে, যীশু পাপকে হালকাভাবে নিতেন। তিনি পাপের গুরুতর বৈশিষ্ট্যকে কখনও হালকা ভাবে নেননি। পরিবর্তে, তিনি পাপকে ঈশ্বরের পবিত্র বিধান থেকে অজুহাত-অযোগ্য দূরবর্তিতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন (লূক ১০:২৫-২৮), যা আমাদের দাসে পরিণত করে (যোহন ৮:৩৪), তা কেবল বাহ্যিক আচরণ নয়, কিন্তু আন্তরিক বিষয় (লূক ৬:৪৫; ৮:১৫)। অন্যদিকে, অবশ্য ধারাবাহিক বা অভ্যাসগত পাপও অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতার কারণও হতে পারে। উদারহণস্বরূপ, অনৈতিক ব্যভিচারপূর্ণ জীবন এইড্‌স রোগের কারণ হতে পারে।

যাইহোক, যীশু জানেন যে, পাপের ফলস্বরূপ মানুষ তার জীবনে বিভিন্ন দুর্দশা ভোগ করে চলেছে, শারীরিক অসুস্থতাও তাদের মধ্যে একটি। তিনি আরও জানেন যে, কোনও সৎকাজের দ্বারাই আমরা আমাদের সেই পাপকে মুছে ফেলতে পারি না। আর তাই তিনি আমাদের সেই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, আমাদের পাপের ক্ষমা দিতে নিজে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর তাই তিনিই কেবল পারেন আমাদের পাপ ক্ষমা করতে। তাই তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে সেদিন এমন কথা বলেছিলেন, ***"তোমার পাপ সকল ক্ষমা হল।"*** পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কথা আর কোনও ধর্মীয় নেতা বলতে পারেননি, মহম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কেউ নয়। তারা তার পরিবর্তে এমন কথা বলেছেন, *"পাপ ক্ষমা পাবার জন্য আমাদের কী করতে হবে, তা আমরা উপলব্ধি করেছি: আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-বিধান, কৃচ্ছসাধন, পুনর্জন্ম, যার দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায়; যা দেখে হয়ত তিনি একদিন তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।"* কিন্তু যীশু পাপ ক্ষমা লাভের পথ প্রদর্শনকারী নন, তিনি নিজে পাপ ক্ষমাকারী। তাই সেদিন সেই পক্ষাঘাতীর পাপ ক্ষমা পাবার কথা ঘোষণা করা নয়, তিনি তাঁর আপন ক্ষমতায় তার পাপ প্রকৃত অর্থে ক্ষমা করেছিলেন।

আর এই ভাবে সেই পক্ষাঘাতীর পাপ ক্ষমা করার দ্বারা তিনি আরও একটি সত্য ঘোষণা করেছিলেন, আর তা হল, শারীরিক সুস্থতার থেকেও আত্মিক সুস্থতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩। ধর্মীয় নেতাদের চক্রান্ত (২১ পদ): এখন যে সমস্ত ফরীশী ও অধ্যাপক যীশুর ভুল ধরতে সেই ঘরে উপস্থিত ছিল, তারা সেই পক্ষাঘাতীর সুস্থতার কথা চিন্তা করে যীশুর কথায় আনন্দ করার পরিবর্তে, যীশুর এই কথার মধ্যে ঈশ্বর-নিন্দার গন্ধ পেল। আর তাই তারা যীশুর বিরুদ্ধে ঈশ্বর-নিন্দার অভিযোগ করল। অবশ্য তারা তাদের সেই অভিযোগের কথা জোর গলায় বলতে পারেনি। ২১ পদে লূক লিখেছে, ***"তখন অধ্যাপকরা ও ফরীশীরা এই তর্ক করতে লাগল, এ কে যে ঈশ্বর-নিন্দা করছে? একমাত্র ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?"***

অর্থাৎ, সেই অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হোক বা না হোক, সে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তাদের একমাত্র আগ্রহের বিষয় হল, যীশুর এই কথার ঈশতাত্ত্বিক অর্থ। গীত ৫১:৪ পদে, বৎশেবার সঙ্গে ব্যভিচার করার পর দাউদ যখন নাথন ভাববাদীর মাধ্যমে সেই পাপ উপলব্ধি করেছিল, তখন সে এমন কথা বলেছে, *"তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি।"* হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত পাপ শেষপর্যন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। আর তাই, একমাত্র ঈশ্বরই পারেন, সেই পাপের ক্ষমা করতে। যাত্রাপুস্তক ৩৪:৭ক পদে বলা হয়েছে, সদাপ্রভু *"সহস্র সহস্র (পুরুষ) পর্যন্ত দয়ারক্ষক, অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী।"* গীত ১০৩:১২ পদে বলা হয়েছে, *"পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিক যেমন দূরবর্তী, তিনি আমাদের থেকে আমাদের অপরাধ সকল তেমনই দূরবর্তী করেছেন।"* হ্যাঁ, একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করার বিশেষ অধিকারে অধিকারী। আর যীশু এখানে এই পক্ষাঘাতীকে বলছেন, *"তোমার পাপ ক্ষমা হল।"* অর্থাৎ, এই কথার দ্বারা যীশু বলছেন, "**আমি ঈশ্বর।**" খ্রীস্টধর্ম ব্যতীত পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, তারা সবাই আমাদের বলে, কী কী নিয়ম পালন করার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি, যাদের কারণে তিনি আমাদের ভালোবাসতে বাধ্য হন। কিন্তু একমাত্র খ্রীস্টধর্ম বলে, যীশু তাঁর অনুগ্রহে নিশর্ত ভাবে আমাদের ভালোবাসেন, আর তাই তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেন। আমাদের যোগ্যতা দ্বারা যে আমরা তা অর্জন করি, তা নয়; কারণ আমরা কেউই তার যোগ্য নই।

কিন্তু সেই সমস্ত ফরীশী বা অধ্যাপকদের পক্ষে যীশুর এই কথাকে সহজ-সরল বিশ্বাসে হজম করা সম্ভব নয়। তারা উচ্চশিক্ষিত, তারা পণ্ডিত, তারা বিধান-ব্যাখ্যাকারী। তারা যীশুর এই কথাকে সোজাসুজি গ্রহণ করতে পারে না। আর তাই, এখন তাদের কাছে কেবল দুটি বেছে নেবার বিষয় বর্তমান– (১) যীশুর কথা মতো, তিনি ঈশ্বর; অথবা (২) ঈশ্বরের অধিকারকে নিজের অধিকার বলে দাবি করে, যীশু ঈশ্বর-নিন্দা করছেন। ফরীশী ও অধ্যাপকরা নিশ্চিত যে যীশু ঈশ্বর-নিন্দা করছেন।

তাদের এই নিশ্চিত চিন্তাকে আরও দৃঢ় করতে তারা মনে মনে যে যুক্তিকে খাঁড়া করেছিল (২২ পদ), তা হল, "তোমার 'পাপ ক্ষমা হল' বলা খুব সহজ। কারণ, আমাদের পক্ষে কারুর হৃদয়ে প্রবেশ করা বা ঈশ্বরের বিচার-সিংহাসনের সামনে এখন উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। সত্যিই তার পাপ ক্ষমা হয়েছে, কি না, তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু 'ওঠ, হেঁটে বেড়াও' বলা খুব কঠিন। কারণ, এমন পক্ষাঘাতীকে সুস্থ করা সহজ কাজ নয়; আর সেই কথা সত্ত্বেও যদি সে সুস্থ না হয়, তাহলে যীশু সর্ব সমক্ষে মিথ্যা প্রমাণিত হবেন।" আর তার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, যীশু কেবল ঈশ্বর-নিন্দাকারী নন, তিনি মিথ্যা-শিক্ষকও বটে।

৪। যীশুর পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা (২২-২৬ পদ): যীশু তাঁর আত্মায় ধর্মীয় নেতাদের যুক্তির কথা উপলব্ধি করলেন (মথি ১৭:২৫; যোহন ১:৪৫, ৪৮; ২:২৫; ২১:১৭)। যীশু ঈশ্বর, তাই তিনি তাদের হৃদয়ের গভীরের সেই সমস্ত চিন্তা জানতেন। ২৩ পদে যীশু তাদের প্রশ্ন করেছেন, *"কোন্‌টা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা হল' বলা, না 'তুমি উঠে বেড়াও' বলা?"* মানুষ আমাদের পক্ষে দুটোই কঠিন, কারণ দুটোর জন্যই প্রয়োজন সর্বশাক্তিমানের ক্ষমতা। কিন্তু যীশুর পক্ষে দুটোই সহজ, কারণ তিনি স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আর তিনি যে ঈশ্বর, তার প্রমাণ তিনি সেদিন তাদের সামনে রাখলেন, যখন তিনি তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় সেই পক্ষাঘাতীকে আদেশ করলেন, *"তোমাকে বলছি, উঠ, তোমার খাট তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও,"* আর তাঁর সেই কথা মতো *"সে তখনই তাদের সামনে উঠল, এবং নিজের খাট তুলে নিয়ে ঈশ্বরের গৌরব করতে করতে নিজের বাড়ীতে চলে গেল"* (২৪-২৫ পদ)।

যীশু সেদিন কেন এমন কথা বলেছিলেন বা কেন এমন কাজ করেছিলেন, তার উত্তরে লূক লিখেছে, *"কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, এটা যেন তোমরা জানতে পার . . ."* (২৪ক পদ)। যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে নিজেকে 'মনুষ্যপুত্র' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি নিজেকে ইহুদিদের স্বপ্নের রাজনৈতিক মশীহ নয়, কিন্তু পাপীদের পরিত্রাতা (যোহন ৪:৪২; ১যোহন ৪:১৪) হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি ঈশ্বরের সেই দুঃখভোগকারী দাস (যিশাইয় ৪২-৫৩),

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যিনি তাঁর দুঃখভোগের মাধ্যমে গৌরব মুকুট লাভ করতে চলেছেন; যিনি মেঘযোগে প্রত্যাবর্তন করবেন (দানিয়েল ৭:১৩)।

ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি পুত্র যীশু খ্রীস্ট, যিনি অনাদি-অনন্ত কাল ধরে পিতার গৌরবে অধিষ্ঠান করেছেন, তিনিই মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন, আমাদের পাপের উপর জয়লাভ করতে, আমাদেরকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করতে। তাই, তিনি সেদিন সেই পক্ষাঘাতীর পাপ ক্ষমা করার দ্বারা ঘোষণা করেছিলেন, "**আমিই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আগত ঈশ্বর।**" তিনি সত্যই ঈশ্বর, তাই তাঁর সেই ঐশ্বরিক ক্ষমতায় সেই পক্ষাঘাতী সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

(ক) আজ আমাদের মধ্যে কি কেউ পাপভারে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত? আপনি যদি আজ যীশুর কাছে আপনার পাপ থেকে ক্ষমা পেতে এসে থাকেন, তাহলে জানবেন, তিনি আপনার সমস্ত পাপ নিজে গ্রহণ করেছেন, ক্রুশ পর্যন্ত তা বহন করেছেন, মরেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন, আপনার সেই সমস্ত পাপ ক্ষমা করে, আপনাকে তাঁর ধার্মিকতা দেবার জন্য। আপনি যদি তাঁকে আপনার একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাতা হিসাবে স্বীকার, বিশ্বাস ও গ্রহণ করে এখানে এসে থাকেন, তিনি আপনাকে বলছেন, *"আমি তোমার সমস্ত পাপের শাস্তি গ্রহণ করেছি, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি, সেদিন যেমন আমি সেই পক্ষাঘাতীকে ক্ষমা করেছিলাম।"* (খ) অন্যদিকে, আপনি যদি সেই সমস্ত ফরীশী ও অধ্যাপকদের মতো এই কথা ভাবেন যে, আপনার কোনও পাপ নেই, তাহলে বুঝতে হবে, আপনার মতো বেচারা আর কেউ নেই। প্রার্থনা করি, প্রভু আপনাকে আপনার পাপ উপলব্ধি করতে তাঁর আত্মা দ্বারা আপনার হৃদয়ে কথা বলুন। (গ) আপনি যদি আপনার শারীরিক অসুস্থতা থেকে সুস্থ হতে যীশুর কাছে এসে থাকেন, আপনি যদি মানসিক অশান্তি থেকে শান্তি পেতে যীশুর কাছে এসে থাকেন, আপনি যদি আপনার আর্থিক সমস্যার সমাধান পেতে যীশুর কাছে এসে থাকেন; তাহলে আপনাকে বলি, যীশু সেদিন সেই পক্ষাঘাতীকে সুস্থ করেছিলেন। কিন্তু সবথেকে বড়ো যে অলৌকিক কাজ যীশু সেদিন তার প্রতি করেছিলেন, তা হল, তিনি তার পাপ ক্ষমা করেছিলেন। সুস্থতা বা সমস্যার সমাধান হল বোনাস, যা আমরা সবাই পেতে চাই। কিন্তু সুস্থতা ও পাপক্ষমা, এই দুইয়ের মধ্যে আপনাকে যদি একটিকে বেছে নিতে হয়, আপনি যদি প্রভুকে চিনে থাকেন, তাহলে পাপক্ষমাকেই বেছে নেবেন। কারণ, তা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত করে, চিরকাল তাঁর সঙ্গে বসবাসের অধিকার দেয়। আসুন, আমাদের পাপ ক্ষমাকারী যীশুর গৌরব করি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com